স্বর্গ থেকে বিদায়

সুব্রত রায়

ডিরেক্টরের বাংলোর সামনে প্রফেসর গজানন নাগার্জুনের গাড়ি এসে থামলো। প্রফেসর নিজেই এই ইন্সটিটিউট তৈরি করেছেন নিজের কথা ভেবে। ইন্সটিটিউটের সংবিধান অনুসারে তিনি আজীবন এই ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর থাকবেন। ডিরেক্টরের বাংলোটা বেশ বড়, সুন্দর করে সাজানো। গাড়ি থেকে নামতে নামতে ড্রাইভারকে বললেন - গাড়ি গ্যারাজ করে দাও। আজ আর কোথাও বেরবো না।

প্রফেসর নাগার্জুনের বয়স এখন উনআশি। এ বয়সে প্রচুর পরিশ্রম করেন। মাসে অন্তত দু-তিন বার বিদেশ যান। আর বিজ্ঞানের প্রয়োজনে তাঁকে সারা ভারতবর্ষ ছুটে বেড়াতে হয়।

চাবি দিয়ে দরজা খুলে প্রফেসর একটা সুইচ টিপলেন। ব্যবস্থা করা আছে ঐ এক সুইচে বাড়ির নানা জায়গার আলো একসাথে জ্বলে উঠবে, আলাদা আলাদা করে জ্বালাতে হবে না। স্ত্রী এই সময় রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠ শুনতে যান। যাবার আগে গিজারে জল গরম করে রেখে যান। বাড়ি ফিরে প্রফেসর নাগার্জুন প্রত্যেকদিন স্নান করে পাট ভাঙা পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরেন।

প্রফেসর নাগার্জুন কফি খেতে খুব ভালোবাসেন। দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারিতে নানা দেশের কফি রাখা আছে। এক এক দিন এক এক দেশের কফি খান। যখন যেখানে যান সেখানকার কফি দিয়ে আসেন। তাছাড়া তাঁর কফি প্রীতির কথা সর্বসাধারণের জানা। নানা জনে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য কফি ভেট দিয়ে থাকে। প্রফেসর গজাননের সব থেকে প্রিয় ইটালিয়ান কফি 'ইল্লি'। ইন্টারনেট খুঁজে দেখেছেন ফ্রানচেস্কো ইল্লি ১৯৩৩ সালে হাঙ্গেরি থেকে ইটালির ত্রিয়েস্তে এসে আরব থেকে কফি-বিন আমদানি করে ব্যবসা শুরু করেন। ২০০৪ সাল থেকে এই কোম্পানি ত্রিয়েস্তে সায়েন্স প্রাইজ নামে প্রতি বছর দুটি পুরস্কার দিয়ে থাকে, যার প্রত্যেকটির মূল্য পঞ্চাশ হাজার ডলার। প্রফেসর নাগার্জুন নানা দেশ থেকে অনেক সম্মান পেলেও এটা তাঁর কপালে জোটেনি, যদিও প্রতি বছর একাধিকবার তিনি ত্রিয়েস্তে যান। সন্ধ্যাবেলার কফিটা তিনি নিজেই তৈরি করেন। গতকাল তিনি জাপান থেকে ফিরেছেন। কিছুদিন যাবত তিনি প্রায় রোজই খবরের কাগজে আর টিভি চ্যানেলের খবর হয়ে আসছেন। সম্প্রতি তাঁর পেপারের সঙ্গে অন্য একজনের একটা পেপারের কিছু অংশের খুব সাদৃশ্য থাকায় মিডিয়া খুব হৈ চৈ করছে। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে কফির মগটা পাশের ছোটো টেবিলটায় রাখলেন। দূরের টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে বেজে থেমে গেল। এই সময় প্রফেসর

নাগার্জুন ফোন ধরা পছন্দ করেন না। ফোনটা আবার বাজতে লাগলো। বিরক্ত হয়ে প্রফেসর নাগার্জুন উঠে গিয়ে ফোনটা তুললেন- ডিসপ্লেতে দেখলেন ডি-এস-টির সেক্রেটারি।

- প্রফেসর নাগার্জুন, রঙ্গস্বামী বলছি। গতকাল আপনি জাপান থেকে ফিরলেন তাই না। সব ঠিক আছে তো?

- আমি ঠিক আছি। বলো কি বলবে।

- হ্যাঁ, যা বলার জন্য ফোন করছিলাম। গত কয়েকদিন ধরে মিডিয়া আপনার পেপার নিয়ে নানা কথা লিখে বা বলে চলেছে।

- আমি শুনেছি একটা চ্যানেলের কয়েকজন কচি-কাঁচা সাংবাদিক নানা ইন্সটিটিউটে যোগাযোগ করেছিলো - বাইট নেবার জন্য। কিন্তু কেউ দেয় নি।

- সেটাই স্বাভাবিক। সকলেই মোটামুটি আপনার ছাত্র বা ছাত্র-স্থানীয়। আজ সকালে একজন বিরোধী নেতা, যিনি আবার একসময় এলাহাবাদে ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে সরকারের বক্তব্য জানতে চান। দুপুরের মধ্যে বেশ কয়েকজন এম-পি আমার মন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। সামনের মাসে পার্লামেন্ট বসলে এঁরা সরকারের বিবৃতি দাবি করবেন বলে জানিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে পি-এম তাঁর দপ্তরের একজন অফিসারকে ব্যাপারটা তদন্ত করে পনেরো দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন। আমার মন্ত্রী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। আপনি ওঁকে একবার ফোন করবেন?

- তুমি তোমার মন্ত্রীকে বলো আমাকে ফোন করতে। পি-এম-ওর কোন অফিসার এটা দেখছে?

- তিলক চ্যাটার্জী। আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে?

- না। তেমন নেই।

- ছেলেটি খুব কাজের। আমার সঙ্গে বছর তিনেক কাজ করেছিলো। তারপর প্লানিং কমিশন ঘুরে পি-এম-ওতে গেছে। কাল বিকেলে আমাকে ফোন করে আপনার পাবলিকেশন লিস্ট চেয়েছিলো। আমি আপনার সেক্রেটারির ই-মেল আর মোবাইলটা দিয়ে দিয়েছি।

- আমার প্রায় দু-হাজার পেপার। সেগুলি পড়ে বোঝার মতো ক্ষমতা এর নিশ্চয়ই নেই।

- প্রফেসর আমি একটা কথা বলি। চ্যাটার্জীর যে কোনো জিনিষের বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অসাধারণ। প্লানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। কমিশনের মিটিং চলছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন। চ্যাটার্জী তার ল্যাপটপে কি খুটখাট করলো। দুটো টেবিল বানালো। দুটো বার চার্ট আর একটা পাই চার্ট তৈরি করলো। তারপর ফিসফিস করে ডেপুটি চেয়ারম্যানকে কি বোঝালো। এর মধ্যে একটা পাওয়ার-পয়েন্ট ফাইল বানিয়ে ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর ডেপুটি চেয়ারম্যান ঐ পাওয়ার-পয়েন্ট স্ক্রিনে ফেলে দু-মিনিটের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ধূলিসাৎ করে দিলেন।

- কিন্তু আমার পেপারগুলি একদম বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ের ওপর।

- চ্যাটার্জী যা জানে সেটা খুব ভালো করে জানে। আর ওর বেশ কিছু নানা বিষয়ের পরামর্শদাতা সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। আর একটা ঘটনা আপনাকে বলি। প্লানিং কমিশনে

একদিন একটা তথ্য বিশ্লেষণ খুব তাড়াতাড়ি দরকার হয়ে পড়লো। ব্যাপারটা জটিল। সেদিন ছিলো শুক্রবার। চ্যাটার্জী সন্ধ্যার ফ্লাইটে কলকাতায় চলে গেল। শনিবার সকাল থেকে রাতের মধ্যে ওর বন্ধু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের প্রফেসর সরকারের সঙ্গে বসে একটা খসড়া করে ফেললো। রবিবার রিপোর্টটা পাকা করে রাতের ফ্লাইটে দিল্লি ফিরে এসে সোমবার সকালে ডেপুটি চেয়ারম্যানের টেবিলে রিপোর্ট পৌঁছে দিলো। অর্থমন্ত্রী গত বছর আমাকে বলেছিলেন বাজেট করার আগে তিনি নানা বিষয়ে চ্যাটার্জীর সঙ্গে আলোচনা করে লাভবান হয়েছিলেন এবং চ্যাটার্জীর বেশ কয়েকটি মত বাজেটে স্থান পেয়েছে। চ্যাটার্জী একবার আমাকে বলেছিলো ও কম্প্যুটার প্রোগ্রাম লিখতে জানে না। কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ এস-পি-এস-এস গুলে খেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এম-এ। কিন্তু অঙ্ক, স্ট্যাটিসটিক্স বেশ ভালো জানে। আরও বলেছিলো যে কোনো জিনিষ দরকার হলে শিখে নিতে পারে।

(২)

সাড়ে দশটার সময় প্রধানমন্ত্রী একটা মিটিং ডেকেছেন। অর্থমন্ত্রী, মানবসম্পদ মন্ত্রী আর বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীদের থাকতে বলেছেন। মিটিং সুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী চ্যাটার্জীকে তার রিপোর্টের সারাংশ বলতে অনুরোধ করলেন। চ্যাটার্জী বলতে সুরু করলো - প্রফেসর নাগার্জুন বহু বছর আগে নিজে কাজ করে প্রায় ষাট খানা পেপার লিখেছিলেন। তারপর তিনি সায়েন্স ম্যানেজার হয়ে যান। প্রথম দিকে ছাত্রদের করা কাজ পত্রিকায় পাঠাবার আগে পড়ে দেখতেন। পরের দিকে তারও সময় হতো না। অন্যরা কাজ করে দাক্ষিণ্য পাবার জন্য প্রফেসর নাগার্জুনের নাম দিয়ে দিতো যে কাজের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। বহু বছর ধরে এটা চলে আসছে। তিনি বহু কমিটির চেয়ারম্যান। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কর্মকর্তাদের দাবার বোর্ডের উপর বসিয়ে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন কাকে এগিয়ে দিতে হবে আর কাকে পিছোতে হবে। তাছাড়া কে কতো সরকারি টাকা পাবে তাও তিনি ঠিক করে থাকেন। চ্যাটার্জী একটু থামলো। প্রধানমন্ত্রী একবার অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। দুজনের মধ্যে চোখে চোখে কি যেন একটা বাক্য বিনিময় হলো। চ্যাটার্জী তার ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করলো - প্রফেসর নাগার্জুনের পেপারে যাদের নাম আছে তারা কে কোথায় উঁচু পদে বসে আছে তার একটা টেবিল তিরাশি পাতায় আছে। লক্ষ্য করবেন পেপারগুলির বার হবার তারিখ আর উঁচু পদে যোগ দেবার তারিখ। প্রধানমন্ত্রী রিপোর্টটা উল্টে তিরাশি পাতায় এসে বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীর দিকে রিপোর্টটা এগিয়ে দিলেন। বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পকেট থেকে চশমা বার করে চোখে দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন। চ্যাটার্জী আবার বলতে আরম্ভ করলো - তিরানব্বই পাতা দেখুন। প্রফেসর নাগার্জুনের পেপারে যাদের নাম আছে তাদের ৬১% কোনো একটা অ্যাকাডেমির ফেলো, ৪৩% দুটো অ্যাকাডেমির ফেলো আর ১৭% ভাটনগর প্রাইজ পেয়েছে। আমার এই কাজ করতে গিয়ে একটা গুরুতর বিষয় নজরে

এসেছে। প্রফেসর নাগার্জুনের সহযোগীরা অনেকদিন ধরে নানা মেটিরিয়াল বানিয়ে তাদের প্রপার্টি দেখতো। ঘরের তাপমাত্রায় সুপার-কনডাক্টার বার হবার পর প্রফেসর নাগার্জুন একটি ভারতীয় বিজ্ঞানের পত্রিকায় একটা পেপার পাঠিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে কাজটা তিনি আগে করেছেন। সেই জন্য তাঁর প্রভাব খাটিয়ে একটা কারচুপি করতে হয়েছিলো। পেপারটি ছাপার জন্য মনোনয়নের তারিখ অনেক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তাড়াহুড়োতে খেয়াল হয় নি কোনো পেপার এলে পত্রিকার অফিস তার উপর ছাপ্পা লাগায় কবে সেটা এসেছে তারপর খাতায় সে তথ্য তুলে রাখে। ফলে দেখা গেল পেপারটা পত্রিকার অফিসে পৌঁছোবার আগে ছাপার জন্য মনোনীত হয়েছে। এই নিয়ে সোরগোল উঠায় শেষ পর্যন্ত পেপারটি আর ছাপা হয় নি। মনে রাখতে হবে ঘরের তাপমাত্রায় সুপার-কনডাক্টার তার আবিষ্কারকদের নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে। সবশেষে বলি একটা মানুষের পক্ষে দু-হাজার পেপার আর ৫০টা বই লেখা সম্ভব নয়। আমি আমার রিপোর্টের সারাংশ একশ তিন আর একশ চার পাতায় দিয়েছি। তার পরের পাতায় আমি যা যা তথ্য জোগাড় করেছি তার ভিত্তিতে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী বললেন - আজ সকালে আমি আমার সেক্রেটারিকে ডেকেছিলাম আলোচনার জন্য। রঙ্গস্বামী দেখলাম প্রফেসর নাগার্জুনকে রামন, বোস, সাহা এদের সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভুরু কুঁচকে চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বললেন - তুমি কিছু বলবে? চ্যাটার্জী বললো - স্যার আমি ফিজিক্স পড়িনি। দেশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, আপনি তাঁদের মতামত নিতে পারেন। তবে আমার স্কুলের সহপাঠি অসিতাভ চৌধুরী একজন প্রতিষ্ঠিত পদার্থ বিজ্ঞানী। আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সে আমাকে অনেকদিন আগে বলেছিলো পৃথিবীর যাবতীয় মৌলিক কণাদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়। একদল বোসের নিয়ম মেনে চলে। তাদের বলা হয় বোসন। আর একদল ফের্মির নিয়ম মেনে চলে তাদের বলা ফের্মিয়ন। বোস কিন্তু তিরিশটারও কম পেপার লিখেছেন। তাতেই তিনি অমরত্ব পেয়ে গেছেন। আমার মনে হয় এই সব মনীষীদের সঙ্গে তুলনা করাটা বাতুলতা মাত্র। প্রধানমন্ত্রী বললেন - গত তিন চার দিনে আমি তোমার রিপোর্টটা মন দিয়ে পড়েছি। দেখবে রিপোর্টটা যেন মিডিয়ার হাতে চলে না যায়। ক-কপি রিপোর্ট তৈরি করেছো? চ্যাটার্জী বললো - দু-কপি ছেপেছি। একটা আপনাকে দিয়েছি। আর একটা প্রফেসর নাগার্জুনকে পাঠানো হয়েছে। ড্রাফট-কপি যেগুলি ছেপেছিলাম সেগুলি নষ্ট করে ফেলেছি। আর একটা ফাইনাল কপি আমার ল্যাপটপে আছে। ওটা একটা সফটওয়ার দিয়ে পেঁচানো আছে। ল্যাপটপ হাতে পেলেও পাসওয়ার্ড না জানা থাকলে চট করে বার করা সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী বললেন - তা হলেও এটা তোমার ল্যাপটপ থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রেখো। তুমি সবসময় ল্যাপটপ নিয়ে ঘোরো। জানতো কোনো তালাই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। অর্থমন্ত্রী জানতে চাইলেন - এই রিপোর্টের বক্তব্য আর কে কে জানে। চ্যাটার্জী বললো - রিপোর্টটা আমি নিজে টাইপ করেছি। সকালে অফিসে কেউ আসার আগে আমি আমার ঘরে এটা ছেপেছি। আমার অফিসে একটা স্পাইরাল বাইন্ড করার যন্ত্র আছে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওটাকে বাঁধিয়ে এনেছি। প্রধানমন্ত্রী বললেন - ঠিক আছে। তুমি এবার যেতে পারো।

আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিই। প্রফেসর নাগার্জুনকে সাড়ে এগারোটার সময় আসতে বলা হয়েছে।

(৩)

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় প্রফেসর গজানন নাগার্জুন প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। প্রধানমন্ত্রী তাকে তার ঠিক সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। প্রধানমন্ত্রী একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর নাগার্জুনকে বললেন - গত সপ্তাহে পি-এম-ও থেকে তৈরি করা একটা রিপোর্ট আপনাকে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। প্রফেসর নাগার্জুন বলতে শুরু করলেন - এ ব্যাপারে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। অঙ্কের উত্তরটা কি চাই সেটা ঠিক করে অঙ্ক বানিয়ে সেটি কষা হয়েছে। প্রথম ত্রিশ পাতায় আমার জীবনী যা লেখা হয়েছে তা দেখে আমি নিজে অবাক হয়ে গেছি। আমি যদি ভবিষ্যতে নিজের সম্বন্ধে লিখি তাহলে এই রিপোর্টটা খুব কাজে লাগবে। এত খুঁটিনাটি কি করে জোগাড় করা হলো তা ভেবে আশ্চর্য লাগছে। আমার ঠাকুমা আমার নাম রেখেছিলেন চন্দ্রকুমার আর বাবা রেখেছিলেন গজানন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় নাম লেখা হয়েছিলো চন্দ্রকুমার গজানন। বাবা কেন জানিনা চন্দ্রকুমার নামটা পছন্দ করতেন না। আমি যখন ক্লাস থ্রি পড়ি তখন আমার ঠাকুমা মারা যান। ক্লাস ফোরে ওঠার পর বাবা হেডমাস্টার মশাইকে চিঠি দিয়ে আমার নাম শুধু গজানন করে দেন। চন্দ্রকুমার নাম যাঁরা জানতেন আজ তাঁরা সম্ভবত এই পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু জীবনীতে এর উল্লেখ আছে। আমার পেপারগুলি নিয়ে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার সঙ্গে আমি একমত না হলেও যে ভাবে করা হয়েছে তা তারিফ যোগ্য। আমার পেপারের সহযোগীরা কে কোথায় প্রতিষ্ঠিত বা কতজন অ্যাকাডেমির ফেলো ও অন্যান্য সম্মানে ভূষিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে একটা সহজ কথা মনে রাখা উচিত ছিলো, এক পালকের পাখি এক জায়গায় থাকে। প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। অতীতে বহু সমস্যার সমাধানে অর্থমন্ত্রীকে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। অর্থমন্ত্রী গলা খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করলেন - প্রফেসর, আমরা সবসময় মনে রেখেছি দীর্ঘদিন ধরে আপনি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে সরকারকে সু-পরামর্শ দিয়ে আসছেন। তার স্বীকৃতিতে এ বছর রাষ্ট্রপতি আপনাকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। গত মাস খানেক ধরে দেশের বিভিন্ন মিডিয়াতে আপনার সম্বন্ধে নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে লোকসভার বিভিন্ন দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি লিখে, ফোন করে, সর্বোপরি সরাসরি কথা বলে তাদের মতামত জানিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পি-এম-ও একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে। সামনের সপ্তাহে লোকসভা বসতে চলেছে। বিরোধী-পক্ষ এ বিষয়ে যে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চলেছে তার খবর আমাদের কাছে আছে। অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চুপ করলেন। প্রফেসর নাগার্জুন হাতের ফাইল খুলে একটা কাগজ বার করে বললেন - এটি আমার পদত্যাগ পত্র।

আমি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতার পদ থেকে পদত্যাগ করছি। এই সঙ্গে আমি সরকারের যত কমিটিতে আছি সবগুলি থেকে পদত্যাগ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর দিকে তাকালেন। অর্থমন্ত্রী বললেন - দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থভাবে দেশ সেবা করার পর এ ভাবে পদত্যাগ করলে আপনার সম্মানহানি হবে। সরকার সেটা কখনই হতে দিতে পারে না, তার চেয়ে আপনি বলুন যে আপনি অসুস্থ বোধ করছেন। বুকের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছে। আপনাকে আমরা এইমস-এ নিয়ে যাব। দু-দিন পর প্রধানমন্ত্রী আপনাকে দেখতে যাবেন। তখন আপনি শারীরিক কারণে পদত্যাগের কথা বলবেন। অর্থমন্ত্রী প্রফেসর নাগার্জুনের উত্তরের অপেক্ষা না করে ইন্টারকম তুলে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিকে বললেন - পান্ডে, প্রফেসর নাগার্জুন অসুস্থ বোধ করছেন, তুমি ডক্টর ভার্মাকে এখুনি আসতে বলো।

ডক্টর ভার্মা প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলেন। প্রফেসর নাগার্জুনের ব্লাড প্রেশার মাপলেন। বুকে স্টেথো বসিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন - আমি এইমস-এ রেফার করছি। ডক্টর চতুর্বেদীকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। মনে হয় দু-দিন আই-সি-ইউতে রেখে ভালো করে সব পরীক্ষা করা দরকার।

(৪)

প্রধানমন্ত্রী কবে কখন কোথায় যাবেন তা অনেক আগে থেকে ঠিক করা থাকে। দু-দিন পর যখন প্রধানমন্ত্রী দুপুর দুটোর সময় জানালেন যে তিনি পাঁচটার সময় প্রফেসর নাগার্জুনকে দেখতে যাবেন তখন তড়িঘড়ি করে সিক্যুরিটির দায়িত্বে থাকা কর্তাব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ঠিক পাঁচটার সময় প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে উঠলেন। দু-দিন আই-সি-ইউতে থাকার পর আজ সকাল থেকে প্রফেসর নাগার্জুনকে একটা এক্সিকিউটিভ সুইটে আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী একটা বড় ফুলের তোড়া প্রফেসর নাগার্জুনের হাতে দিয়ে বললেন - আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। প্রফেসর নাগার্জুন বললেন - আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি। এর আগে আমার দু-বার বাইপাস হয়েছে। আর এতো পরিশ্রম করতে পারছি না। আমি সমস্ত সরকারি কমিটি থেকে অব্যাহতি চাই। ডক্টর চতুর্বেদী বললেন - আমার মনে হয় এই বয়সে প্রফেসর নাগার্জুনের কাজের চাপ কমানো দরকার। এ যাত্রা ভয়ের কিছু না থাকলেও ভবিষ্যতে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী বললেন - আমি আপনার কাছে একটা প্রতিশ্রুতি চাই। প্রফেসর নাগার্জুন বিস্মিত মুখে প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন - আপনাকে কথা দিতে হবে আমার যখনই কোনো বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শের দরকার হবে তখন আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। প্রফেসর নাগার্জুন কোনো উত্তর দিলেন না।

প্রধানমন্ত্রী খুব আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কি ভেবে আবার ঘুরে বিছানার কাছে ফিরে এলেন। বললেন - প্রফেসর নাগার্জুন আপনি কিন্তু কথা দিচ্ছেন আমার দরকার পড়লে আমি আপনার সুচিন্তিত পরামর্শের জন্য আপনার কাছে যাব। প্রফেসর নাগার্জুন শুধু ঘাড় নাড়লেন।

প্রধানমন্ত্রী ঘরের বাইরে আসতে সিক্যুরিটির লোকেদের তৎপরতা বেড়ে গেল। তারা চারদিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে লিফটের কাছে নিয়ে গেল। লিফটে ওঠার আগে প্রধানমন্ত্রী সকলের উদ্দেশে ডান হাতটা তুললেন।

নিজের ঘরে ঢুকে প্রধানমন্ত্রী দেওয়ালে টানানো মহাত্মা গান্ধীর ছবির নীচে এসে দাঁড়ালেন। অস্ফুটে বললেন - বাপু, আপনার কি মনে হয়? অর্থমন্ত্রীর লেখা চিত্রনাট্য ঠিক ঠিক অভিনয় করতে পেরেছি? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের চেয়ারে দু-মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। ইন্টারকম তুলে বললেন - পান্ডে, চ্যাটার্জী যদি ব্যস্ত না থাকে তাহলে আমার এখানে আসতে বলবে?

March 2012